রহিম। শ্রীমন্তরে আইজ মোর দরিয়ায় ডুবায় লাগিবে। হায় রে হায়। মানুষ হয়া বউ ব্যাটাক্ খাওয়াবার পাইন্যো না। দুনিয়া মোক্ জানোয়ার বানাইবার চায় কিন্তুক মুই জানোয়ার হবারে নই। জানোয়ার নিজে নিজে মইরবারে পারে না, কিন্তুক মাইনষে তো পারে।

শ্রীমন্ত। ছিঃ ছিঃ ও কথা কওয়া যায় না। মোর কথাটা ধরেক, দুঃখে দিন কাটি যাইবে কোনও মতে। মুই একটা কাম সারি আইসো।

[প্রস্থান]

[রহিম আকাশের দিকে চেয়ে বছিরের মাথায় হাত বুলাতে লাগল। ফুলজান তার কাছে ধীরে এসে দাঁড়াল।]

ফুলজান। মিঞা!

রহিম। কী কইস।

ফুলজান। হতাশ হন্না। কোন্ কসুর হামরা কচ্ছি যে খোদা হামারগুলাক্ মাইরবে। খোদা রহম কইরবে।

রহিম। আশমান থাকি ফ্যারিস্তা আসিয়া সন্দেশ মিঠাই দিয়া যাইবে। [ফুলজান মাথা নীচু করে রইল] ফুলজান! বাচ্চাকালে দুঃখের দিন দেখছি হয়, কিন্তুক এমন দিন দেখি নাই। হাকিমুদ্দির দ্যানা শোধ কইরবার যায়া তারে যুক্তিতে ওই টাকার বাপজান হজ করি আইল্। দ্যানা শোধ কইরতে তামাম জমিং নাগাইলে পাটা। পাটার দাম সে সাল পড়ি গেল্। নালিশ হইল্। ডিক্রি থাকি জমিগুলা গেল্। তবু বাপ্জান মায়েক্ রোজে ভরসা দিয়া কইছে, নছিব! বিপদে দিয়া খোদা মানুষগুলাক যাচাই করি ন্যায়। বাপজানের মুশকিল আসান হচ্ছিল্। কিন্তু মুই কোন্টা করি? তোক্ ভরসাও দিবার যে পারো না।

[কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। পাশের লঙ্গরখানায় আবার একটা গোলমাল হয়।]

আইজ মোরও পরীক্ষা, ওই না বগলে লঙ্গাড়খানা। মাথা নীচা করি গেইলে। সবায় খাবার পাই। বুকের মইধ্যে এই কলেজাটা মোর মুচড়ি উটে। মনে হয় উপড়ি ফেলিয়া খুদকুশি করি ফ্যালাই। কিয়ামতের রোজ কমো মেহেরবান জানও তুমি দিছেন, মানও তুমি দিছেন। জানটা তো থাইকবার নয়। তাতে মাইনষের মানটা মুই রাখছি। ইমান রাখছি কোন্টা করি— কোন্টা করি—

[অবসন্ন বছির খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে বসেই ঘুমে ঢুলছিল। তার মুখের দিকে চেয়ে, ছেঁড়া গামছাটা বিছিয়ে ধীরে শুইয়ে দিয়ে বলল।]

ঘুম গেইছে। ভোখে আউলি গেইছে না তাতেই। জাগি উঠি যখন খাবার চাইবে তখন? —হা খোদা—

CS Scanned with CamScanner

[দুই হাতে মুখ ঢেকে চোখের জল ফেলতে লাগল। ফুলজান তার পায়ের কাছে বসে আঁচলে চোখ মুছে ধীরভাবে বলল।]

ফুলজান। গোঁসা হন্ না। একটা কথা কবার চাই।

রহিম। কও।

ফুলজান। বাচ্চা পয়দা হবার আগে আল্লা মায়ের বুকে দুধ আনি রাখি দ্যায়। বাপের বুকে তো দ্যায় না। বাচ্চাক্ বাঁচানোর দায় বাপের চায়া মায়ের বেশি। হয় কিনা হয়?

রহিম। হয় তো! কিন্তু তুই কী করবু ফুলজান?

ফুলজান। হাকিমুদ্দি মিঞার মাও কয়দিন নদীর ঘাটে মোক কইছে—'ফুলজান তোর শাশুড়ি না খায়া মইল্, তুই কী মরবু বাচ্চাটাক্ নিয়া—

রহিম। [অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত হয়ে] তোক্ বাঁদি হবার কয় বুঝি?

ফুলজান। হয়। [রহিম উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে রইল] এই আকালের কয়খান মাস। কী দিন হইল্। যে ফুফা মোক্ বাচ্চা থাকি পাইলছে, কত সোহাগ কইছে, বাড়ি যায়া খাড়া হইতে, মোক দেখি ঝাঁঝি উঠিল্। কয় 'প্যাট চালাবার আসছিস? নিজের খোরাক নাই, দুইখান প্যাট'—কী চালাইলে হইল্। মানুষটা বাচ্চা প্যয়দা কইরবার পারে আর খোয়াবার পারে না। পাঠেয়া দিলে হইল্?'

রহিম। বাচ্চা প্যয়দা কইরবার পারে খাওয়াবার পারে না!

[তারপর স্তব্ধ হয়ে শূন্যে চেয়ে রইল]

ফুলজান। কী কন্

রহিম। কোনও মতে দুটা দিন কাটাবার পাইল্যে, একটা বুদ্ধি হয়।

ফুলজান। কী বুদ্ধি।

রহিম। মুই শহরে চলি যাই। বাজাটা ব্যাচেয়া যা পাই তোক্ পাঠামো। তার পাছে মহিমকে কয়া বুলি কোনও কাম—আরদালি, পিয়ন, খানসামা—যা হয়—পাইলেই তোক্ টাকা পাঠামো।

ফুলজান। একলা কী এই বাড়িত্ মুই থাইক্বার পারি?

রহিম। একলা। [উঠে দাঁড়িয়ে] আচ্ছা মুই মইলে?

ফুলজান। অমন কথা ক্যানে কন্? একা কি থাকা যায়। তোমরা চলি গেইলে মোর ফুফার ওটেই থাকা লাগে যে। তাঁয় যদি তাড়েয়া দ্যায় তো দ্যাওয়ানির ওঠে বাঁদি হওয়া লাগিবে।

রহিম। হায়রে বেটিছাওয়া—হায়রে তোরগুলার মন। বাঁদি হইলে যে মোর মান যায় একবারও তা ভাবিস না?

[ফুলজান মাথা নীচু করে বসে রইল। বছির হঠাৎ জেগে উঠে মার কাছে এসে গলা ধরে বলল।]

CS Scanned with CamScanner

বছির। মাওরে! বড়ো ভোখ লাইগ্‌ছে।

[ফুলজান উঠে দাঁড়াল। স্থির অপলক দৃষ্টিতে রহিমের দিকে চেয়ে একহাতে বছিরকে জড়িয়ে বলল।]

ফুলজান। মুই মাও। বাচ্চাক্ মোর বাঁচানে লাইগ্‌বে, মুই যাঁও দ্যাওয়ানির মার কাছে।

[এগুতেই রহিম ছুটে গিয়ে তার হাত ধরল।]

রহিম। ফুলজান! ফুলজান! মোর দুশমনের বাড়ি গেইলে মোর মান যাইবেরে। আইজ রাইতটা থাক্, কাইলে মুই মরি গেইলে্ যেটা তোর মনে হয় করিস্।

ফুলজান। ছিঃ ছিঃ। ক্যানে অমন কন্? পাগলা হইলেন?

রহিম। আউলি গেইছে। সব বুদ্ধি-শুদ্ধি আউলি গেইছে রে!

বছির। মাও! বড়ো ভোখ লাইগ্‌ছে—

রহিম। যাও যাও ফুলজান, উয়াক নিয়া লঙ্গাড়খানায় যাও। উয়াক খোয়াও। উয়াক বাঁচাও। [ফুলজান ইতস্তত করছে দেখে] ক্যানে দেরি করিস? মানুষ বেশি হইলে খাওয়া পাওয়া যায় কি না যায়—যাও যাও ছাওয়াক্ খোয়াও—

[ঠেলে ফুলজান আর বছিরকে লঙ্গারখানায় পাঠাল। অন্য দিক থেকে একটু পরে শ্রীমন্ত এসে দ্যাখে যে রহিম অস্থির হয়ে উঠানে ঘুরছে। সে ভয়ে ভয়ে ডাকল।]

শ্রীমন্ত। রহিম ভাই।

রহিম। [চমকে চেয়ে] ওঃ শ্রীমন্ত। মুই ফুলজান আর বছিরেক্ লঙ্গাড়খানায় পাঠাইছোঁ। উঃ! মোক হাইর মানাইলেরে? সবাই মিলি মোক হাইর মানাইলে—

শ্রীমন্ত। ভালয় কচ্ছিস্।

রহিম। কী কইস্। ভাল্! হাকিমুদ্দির মনের সাধটা মিটিল্। মোর জমিজমাও খাইলে, ফির্ তারে বাড়িতে মোর বউ-বেটা ভিক্ষুক হয়া খাবার গেল্।

শ্রীমন্ত। শুন্ রহিম। লঙ্গাড়খানা দ্যাওয়ানির বাপের নয়। সরকার থাকি কইচ্ছে দশজনের জন্য। উয়ার আঙিনাটা বড়ো, তাতে ওইঠে হইছে। ক্যান্ মিছা মন খারাপ করিস্।

রহিম। মিছা?

শ্রীমন্ত। মিছায় তো। কাইল্ মুইও খাইছো না। দ্যাখ যায়া কত হিন্দু মুসলমান, বাবাজি ফাবাজি সব আসি জড়ো হইছে। আকালে সব এক হয়া গেল্। শুন্ রহিম ; কাইল্ থাকি না খায়া তোর মাথা গরম হইছে। গুটিক্ চিড়া আন্‌ছি—খা।

রহিম। চিড়া!

শ্রীমন্ত। হয়। ছাওয়াটা খায় নাই শুনিয়া মন বড়ো উচাটন হয়া গেল্। কোন্‌টা করি—কোন্‌টা করি—শ্যাষে হরেরামের কাছে থাকি এক পোয়া চিড়া এক টাকা দেমো বলি হাওলাত আইন্যো। তুই খায়া ফ্যাল্। উয়ারায় তো লঙ্গাড়খানায় খাইবে।

CS Scanned with CamScanner